ঈদ-উল-ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের স্থাপিত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কন্ট্রোল রুমের কার্যক্রম:

১. ঈদুল ফিতর ২০২৬ এর ছুটিকালীন সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত/আহতের সংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান:

ঈদ-উল-ফিতর এর ছুটিতে ১৬ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ বাংলাদেশে আহত ও নিহতের সংখ্যা:

সংঘটিত দুর্ঘটনা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১৩৮ টি দৈনিক গড় : ১২.৫৪ টি	৩২৩ জন দৈনিক গড় : ২৯.৩৬ জন	১৭০ জন দৈনিক গড় : ১৫.৪৫ জন

২. বিআরটিএ'র তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা ও কভারেজ;

সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে বিআরটিএ (BRTA) জেলা/মেট্রো সার্কেলসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এটি মূলত সমন্বিত প্রশাসনিক, পুলিশ ও মাঠপর্যায়ের তৎপরতার উপর নির্ভরশীল। তথ্য সংগ্রহের অনুসৃত প্রক্রিয়াটি নিচে ধাপে ধাপে সহজভাবে তুলে ধরা হলো—

১। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

দুর্ঘটনা ঘটার সকল তথ্য আসে—

- স্থানীয় গণমাধ্যম/বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে;
- থানা/হাইওয়ে পুলিশ থেকে;

এই পর্যায়ে মৌলিক তথ্য নেওয়া হয়:

- দুর্ঘটনার স্থান;
- সময়;
- হতাহত সংখ্যা; ও
- সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ধরন।

২। দায়িত্বপ্রাপ্ত মোটরযান পরিদর্শকের (MVI) মাঠে উপস্থিতি

- সংশ্লিষ্ট এলাকার মোটরযান পরিদর্শক (MVI) বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্রুত ঘটনাস্থলে পরিদর্শন প্রযোজনে সহকারী স্টাফসহ তদন্ত শুরু করেন;
- **তারা যা করেন** :
- দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন;
- যানবাহনের অবস্থা পরীক্ষা;
- চালকের লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস যাচাই;
- প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য গ্রহণ; ও
- সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ।

৩। তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন (Spot Report)

ঘটনাস্থল থেকেই একটি তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন (Spot Report) প্রস্তুত করা হয় এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- দুর্ঘটনার কারণ (প্রাথমিক ধারণা);
- দায়ী পক্ষ;

- রাস্তার অবস্থা; ও
- যানবাহনের যান্ত্রিক ত্রুটি (থাকলে) এর বর্ণণা।

৪। আর্থিক সহায়তা তহবিল ফরম বিতরণ

- নিহত/আহত ব্যক্তির পরিবারকে ট্রাস্টি বোর্ডের আবেদনের নির্ধারিত সরকারি ফরম বিতরণ; ও
- নিহত/আহত ব্যক্তির পরিবারকে তথ্য প্রদান ও সহায়তা সংক্রান্ত কাজও করা হয়

৫। সমন্বিত যাচাই (Cross Verification)

- পুলিশের FIR/জিডি;
- হাসপাতালের তথ্য;
- মিডিয়া রিপোর্ট;

এর সাথে মিলিয়ে তথ্য যাচাই করা হয়;

৬। চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন (Final Investigation Report)

- বিস্তারিত তদন্ত শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়
- এতে উল্লেখ থাকে
  - দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ
  - দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
  - ভবিষ্যৎ প্রতিরোধমূলক সুপারিশ

৭। ডাটাবেজ ও রিপোর্টিং

- সংগৃহীত তথ্য জেলা সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়;
- এরপর তা—
  - বিভাগীয় অফিস
  - বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়

৮। আইনগত ব্যবস্থা

লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত

যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন স্থগিত/ বাতিল

সংক্ষেপে

দুর্ঘটনা তথ্য প্রাপ্তি-মাঠে তদন্ত ⟶ তাৎক্ষণিক রিপোর্ট ⟶যাচাই⟶চূড়ান্ত রিপোর্ট⟶ ব্যবস্থা

<u>সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত মানদন্ড:</u>

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আলোকে সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৪৯ ধারা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ট্রাস্টি বোর্ড দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত মানদন্ড অনুসরণ করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাবে, যথাঃ-

(ক) দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালিন অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;

(খ) দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালিন অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা;

(গ) গুরুতর আহত এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালিন অন্যূন ৩ (তিন) লক্ষ টাকা;

(ঘ) গুরুতর আহত কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসিবার সম্ভাবনা থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালিন অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা;

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োজনে সময় সময় এই বিধিতে উল্লিখিত আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩. রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত সংখ্যার সঙ্গে পার্থক্য ও এর কারণ:

* বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও থানা/হাইওয়ে পুলিশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কিন্তু রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য সংগ্রহের উৎস উল্লেখ না থাকায় তা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

৪. গত বছরের ঈদুল ফিতরের হতাহতের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা ও হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ:

ঈদ-উল-ফিতর ২০২৫ এবং ঈদ-উল-ফিতর ২০২৬ এর ছুটিকালীন সময় মোট (১১ দিনে) আহত ও নিহতের তুলনামূলক চিত্র:

সাল	সংঘটিত দুর্ঘটনা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা	মন্তব্য
২০২৫	২৬০ টি দৈনিক গড় : ২৩.৬৩ টি	৩১৩ জন দৈনিক গড় : ২৮.৪৫ জন	১৮৭ জন দৈনিক গড় : ১৭.০০ জন	
২০২৬	১৩৮ টি দৈনিক গড় : ১২.৫৪ টি	৩২৩ জন দৈনিক গড় : ২৯.৩৬ জন	১৭০ জন দৈনিক গড় : ১৫.৪৫ জন	

* প্রতিটি মৃত্যু নিঃসন্দেহে দুঃখজনক তারপরও এ বছর নিহতের গড় হার গত বছরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম এবং দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেক কম;

* মহাসড়কে সার্ভিস লেন না থাকায় ধীরগতির যান দ্রুতগতির যানের সাথে একই সড়ক লেনে চলায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়;

* ব্যাটারি চালিত অবৈধ থ্রীহুইলারের চলাচল জেলা পর্যায় ও মাহসড়কে বৃদ্ধি পাওয়ায় সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৫. বিআরটিএ কর্তৃক দুর্ঘটনারোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি, জরিমানা ও অন্যান্য দন্ড প্রদানের পরিমাণ ও গতবছরের সঙ্গে তুলনা:

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৫ ও ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে সড়কপথে যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত পরিচালিত মোবাইল কোর্টের বিবরণী

ক্রমকি নং	বিভাগ	মামলা		জরিমানা (টাকা)		কারাদন্ড (টাকা)		ডাম্পিং (টি)		মন্তব্য
		২০২৫ (টি)	২০২৬ (টি)	২০২৫	২০২৬	২০২৫	২০২৬	২০২৫	২০২৬	
১.	বিআরটিএ	২৭৯	১৬৩	৮৬০৮০০	৪৭৩০০০	০০	০৪	০০	০২	
২.	ঢাকা	২৫১	৫৯	৩২৩২০০	২১০৫০০	০০	০০	০০	০০	
৩.	চট্টগ্রাম	৩২২	৩২	৭৯৬২০০	১১৩০০০	০০	০০	০০	০০	
৪.	রাজশাহী	২৬৬	১৬০	৪২১৩০০	১৭০৪৫০	০০	০০	০০	০০	
৫.	খুলনা	২২৫	৪৬	৪১১২৩০০	৯৬৫০০	০০	০০	০০	০০	

৬.	বরিশাল	৫৯	৯৯	২১৯০০০	৪৭৮৬০০	০০	০০	০০	০০	
৭.	সিলেট	৮২	৪৪	১৩১১০০	৮৫৯০০	০০	০০	০০	০২	
৮.	রংপুর	২৭৯	১৩৭	৭৩৬৫০০	১৯৬৫০০	০০	০০	০২	০১	
৯.	ময়মনসিংহ	৬৯	২০	১৬১৭০০	৪৪৫০০	০০	০০	০০	০০	
	সর্বমোট	**১৮৩২**	**৭৬০**	**৭৭,৬২,১০০**	**১৮,৬৮,৯৫০**	**০০**	**০৪**	**০২**	**০৫**	

- জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট কর্তৃক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত ১৬ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৫৯৭টি মামলায় ১৩,৯৫,৯৫০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
- উল্লেখ্য, সারাদেশে ১৬ মার্চ ২০২৬ থেকে ২৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সর্বমোট ৭৬০টি মামলায় ১৮,৬৮,৯৫০/-টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া ০৪ জন দালালকে কারাদন্ড প্রদান ও ০৫ টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়।

৬. ফেরি ও রেল দুর্ঘটনায় বাসের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল, বাউলিয়ানা ও সড়কে বেপরোয়া গাড়িচালনায় চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ:

* ফেরি ঘাটে বাস নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় বাসের ড্রাইভারের লাইসেন্স পাওয়া যায়নি, তবে উক্ত বাসের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে;

* কুমিল্লায় রেল দুর্ঘটনায় বাসের ড্রাইভারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং বাসের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে;

* বগুড়ায় বাউলিয়ানা ও সড়কে বেপরোয়া গাড়িচালনায় চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সঠিক ছিল না। বাস মালিক সমিতি জানিয়েছেন যে, তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে।

৭. দুর্ঘটনারোধে বিআরটিএ'র প্রস্তাব:

(ক) হাইওয়ে পুলিশকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে ন্যাস্তকরণ, যেন সড়ক আইন দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়;

(খ) রেল দুর্ঘটনার পতিত মোটরযানের চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স তাৎক্ষণিক ভাবে বাতিল ও আদালতের আদেশ ব্যতীত তা পুনর্বহাল না করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপণ জারি;

(গ) ফেরিঘাটে দুর্ঘটনায় পতিত মোটরযানের চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ও আদালতের আদেশ ব্যতীত তা পুনর্বহাল না করার বিষয়ে প্রজ্ঞাপণ জারি;

(ঘ) স্ক্র্যাপ নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিআরটিএ'র প্রত্যেক বিভাগে একটি করে রেকার ও প্রয়োজনীয় জায়গা ও অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঙ) দ্রুত দুর্ঘটনা স্থল পরিদর্শণের জন্য বিআরটিএ'র প্রত্যেক জেলা ও মেট্রো সার্কেলে ১টি জিপ ও ১টি মোটরসাইকেল বরাদ্দ প্রদান।

৮. দুর্ঘটনারোধে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা:

(ক) সকল গণপরিবহণে জিপিএস স্থাপনের মাধ্যমে মহাসড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ, নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যাত্রী ওঠানামা বন্ধকরণ, বাসস্ট্যান্ড ও নির্ধারিত পার্কিং স্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র যত্রতত্র পার্কিং বন্ধকরণ, বিভিন্ন যানবাহনের জন্য নির্ধারিত সময় তালিকার (টাইমস্লট) বাইরে শহরে বা নির্ধারিত এলাকায় প্রবেশ/বহির্গমণ বন্ধকরণ, অনুমোদিত রুট ব্যতীত অন্য রুটে চলাচল বন্ধকরণ;

(খ) প্রত্যেক জেলায় মহাসড়কের পাশে বাস-বে স্থাপন করে যাত্রী ওঠানামার ব্যবস্থা করতে হবে;

(গ) প্রত্যেকটি মহাসড়কে সার্ভিস লেনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঘ) মহাসড়কে ধীর গতির যান চলাচল বন্ধ করতে হবে;

(ঙ) ইলেক্ট্রিক থ্রি হুইলারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।